• 'কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয়, 'ধ্বনি কাব্যে বাচ্যতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকলে তা কাব্য হয়না।

ধ্বনির সংজ্ঞা বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ ঃ কাব্যকে ছাড়িয়ে বিষয়বস্তুকে ব্যঞ্জনা দান করতে পারে, এমন অতিরিক্ত বস্তুকে ধ্বনি বলে। বিষয়টিকে আর একটু বিশ্লেষণ করা যাক। কাব্যে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় সাধারণত তাদের দুটি করে অর্থ থাকে— একটি হল বাচ্যার্থ এবং অন্যটি হল ব্যঙ্গার্থ। শব্দের অভিধানগত অর্থকে বলে বাচ্যার্থ। অভিধানগত অর্থের উপর বাচ্যার্থ নির্ভরশীল বলে, এর আর এক নাম অভিধা। কিন্তু অভিধানগত অর্থটাই কাব্যর ক্ষেত্রে প্রধান রূপে গণ্য হয় না। ব্যঙ্গার্থ কাব্যের ক্ষেত্রে প্রধান রূপে গণ্য হয়। এই ব্যঙ্গার্থ হল কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ। আর এই প্রতীয়মান অর্থই হল ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যপ্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।'

ধ্বনিবাদ ঃ সপ্তম শতকের আলঙ্কারিক ভামহ তাঁর বিখ্যাত 'কাব্যালঙ্কার'-গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম'। রুদ্রট জানিয়েছেন, 'শব্দার্থৌ কাব্যম্'। একথার অর্থ হল শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই কাব্য গড়ে ওঠে। তাঁর মত থেকে বুঝে নিতে পারা যায়, রমণীর মুখকে সুন্দর করে তোলে যেমন অলংকার, তেমনই কাব্যকে সুন্দর করে তোলে অলংকার। তার মতে কাব্যের কাবত্ব নির্ভর করে অলংকারের উপর। বামন জানালেন 'কাব্যম গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' অর্থাৎ, কাব্যকে গ্রহণীয় করে তোলে অলংকার। এই মতের বিরুদ্ধাচারণ করতে এগিয়ে এলেন একদল। তাঁরা জানালেন, এমন অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাতে একটিও অলঙ্কার নেই। এমন অনেক রমণী আছেন, যাদের মুখকে সুন্দর করে তোলার জন্য কোনো অলংকারের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, আবার এমনও দেখা যায়, অতিরিক্ত অলংকারের ভারে রমণীর মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণ'-গ্রন্থে দেখিয়েছেন, অনুপ্রাস-রূপক উপমায় ঢাকা পড়ে যাওয়া এমন অনেক বাক্য আছে যাকে কখনও কাব্য বলা যায় না। অপরদিকে তিনি 'কুমারসম্ভব'কাব্যের 'অকালবসন্তে'র নির্দিষ্ট একটি অংশ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, এক আধটা অনুপ্রাস ছাড়া সেখানে অন্য কোনো অলঙ্কার নেই—অথচ ওই অংশে শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়ে উঠতে বিন্দুমাত্র বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি। ঠিক জায়গায় যথোপযুক্ত অলংকার প্রয়োগ করে কাব্যকে সুন্দর করে তোলার মধ্যেই কবির মুন্সীয়ানা বা কবিত্ব। আগে 'অলংকার' অংশে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বামন্ অলংকারবাদকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়ে ঘোষণা করলেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অর্থাৎ রীতি (Style) হল কাব্যের আত্মা। রীতি হল কাব্যের অবয়ব। কিন্তু একমাত্র অবয়ব কাব্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীরা একথা ঘোষণা করলেন। রমণীদেহের স্বাভাবিক লাবণ্য যেমন অবয়বের বাইরের অতিরিক্ত জিনিস, তেমনই কাব্যের মধ্যেও এমন কিছু সৌন্দর্যদায়ক বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, অলংকার, রীতি— কোনো কিছুর মধ্যে ধরে রাখা যায় না। যখন কেউই বলেন 'রমণীর চোখ দুটি খুব সুন্দর', তখন যদি চোখ দুটোকে রমণীর শরীরের বাইরে এনে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে কি সেই সৌন্দর্য থাকবে? থাকবে না। সেই রমণীর মধ্যেই সেই চোখ দু-টো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আবার চোখের ঐ সৌন্দর্য রমণীর দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তা রমণীর দেহের অতিরিক্ত জিনিস। কাব্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রমণীদেহের

লাবণ্য যেমন দেহাতিরিক্ত অতিরিক্ত জিনিস, কাব্যের সৌন্দর্যও তেমনই অবয়বের বাইরের অতিরিক্ত বিষয়—যে সৌন্দর্য শব্দ, অর্থ, অলংকার, রীতি সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে চলে যায়। যে অতিরিক্ত বিষয় সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে চলে গিয়ে কাব্যকে সৌন্দর্যপ্রদান করে তাকে বলে 'ধ্বনি'। ধ্বনি কাব্যের বিষয়বস্তুকে ব্যঞ্জনা দান করে কাব্যকে সুন্দর করে তোলে। কাব্যের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সৌন্দর্যের খনি নেই। বিষয়কে ছাড়িয়ে এসে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা দিয়ে কাব্য সুন্দর হয়ে ওঠে। এই মতের যারা প্রচারক তাঁরা হলেন ধ্বনিবাদী। বিষয়টা অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় ধ্বনিবাদীদের প্রচারিত মতবাদই হল ধ্বনিবাদ। ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার বিশাল এক সম্পদ স্বরূপ। ধ্বনিবাদীরা বললেন কাব্যের আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে কাব্যের ব্যঞ্জিত অর্থে অর্থাৎ, 'শব্দার্থশক্তি'র ব্যঞ্জনা শক্তিতে।